OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 250 - 261
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলভিত্তিক শোলাশিল্পের পরিচয়

আশিস হালদার
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ashishalder2011@gmail.com
এবং
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: drsujaykmandalku@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Shola Art, Area, Decoration, Structure of the Art, Method of Production, Challenges.

Abstract
*One of the most ancient and traditional forms of folk art is **Shola Art**. The shola plant grows naturally in canals, marshes, ponds, wetlands, and other water bodies. Earlier, artisans themselves collected shola from these water sources. Nowadays, certain groups of people collect the shola and supply it directly to the artisans' homes. Sometimes artisans also purchase shola from markets in Kolkata. Shola craft is practiced to varying extents in almost all districts of West Bengal. However, some particularly notable centers are Surul in Birbhum, Bonkapasi in Katwa, Kumartuli and Maniktala in Kolkata, Khardah in South 24 Parganas, Bishnupur in Bankura, Amta in Howrah, Chandannagar, Krishnanagar in Nadia, Khagra in Murshidabad, Malda, and Cooch Behar. The materials used in this craft include shola, paper, tracing paper, poplin cloth, ribbons, zari, sequins, bullion wire, decorative foil paper, basma paper, various colors, shoeb paper, glue, etc. The tools mainly consist of different sizes of Bday or Kait knives, along with scissors, knives, nurul, hammer, zigzag scissors, basma pressing machine, scale, pipe, balloons, and others. The artistic products made from shola include wedding headgear (topor), sinthi mor, chandmala garlands, kadam flowers, Bishahari decorations, idol ornaments, and various models such as peacock-shaped boats, Durga masks, elephant howdahs, palanquins, chariots, and more. Artisans traditionally continue this craft through hereditary practices and indigenous techniques passed down through generations. However, some evolution can be observed in the use of materials and tools. The motifs used in this art include fern leaves, lotus flowers, trees, creepers, paisley patterns, different chakis, shuten, pea designs, bitter gourd motifs, tooth patterns, rolled betel leaf designs, and various geometric patterns. The prices of these artistic*

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

products vary according to their size and design. Artisans sell their products either independently or through cooperative societies, middlemen, and various government organizations. This craft is primarily associated with the Malakar community. However, at present, people from other communities are also engaged in this artistic tradition. Shola art faces several challenges today. By addressing these problems, this ancient and traditional craft can once again regain its former glory.

Discussion

ভূমিকা : লোকসংস্কৃতির মধ্যে লোকসমাজের চিন্তন ও মনন প্রতিফলিত হয়। লোকসংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষের উন্নতির সাথে সাথে সংস্কৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। আর এই সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নানা শিল্পকলা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা মানব সমাজের যে অর্থনীতি বিভাজনের সন্ধান পায়, তাতে দেখা যায় সমাজের মোট তিনটি গোষ্ঠী — এলিট, ফোক ও ট্রাইবাল। এদের মধ্যে ফোক সোসাইটি অর্থাৎ লোকসমাজ আপন পরিবৃত্তের মধ্যে সমষ্টি চেতনা, আঞ্চলিকতা, ঐতিহ্য ইত্যাদিকে আশ্রয় করে যেসমস্ত শিল্প সৃষ্টি করে তাই লোকশিল্পী হিসেবে পরিচিত। লোকশিল্প হল লোকসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা। আর লোকশিল্পের অন্তর্গত শিল্প আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্ত হল শোলা শিল্প। শোলার মতো সাধারন বস্তু দিয়ে তৈরি হয়, অলংকার শয্যার, আচার অনুষ্ঠানের ও ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহৃত নানা শিল্প দ্রব্য। এই সাদা ও নরম একটি উপাদানের মাধ্যমে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যগুলির সৃষ্টি, বিশেষ শিল্প কুশলতার পরিচয়বাহী। গ্রামীণ লোকশিল্পীরা সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি, নিজস্ব শৈল্পিক বুদ্ধি এবং দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে যে অনন্য সাধারণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে তা অতুলনীয় এবং প্রশংসার দাবি রাখে। যেকোনো জাতির জীবনে শিল্পের ভূমিকা অপরিহার্য। আদিম সমাজ জীবন থেকে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে চলেছে। নতুন ভাবাদর্শের সংস্পর্শে লোকসংস্কৃতিতে বিবর্তন ঘটেছে, আবার গতিও এসেছে। এই পরিবর্তিত, গতিশীল লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হল শোলাশিল্প, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালির দেবদেবীর অঙ্গসজ্জা, বাংলার গৃহসজ্জা, শিশুর বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং বাংলার অর্থনীতি কাঠামোকেও সুদৃঢ় করেছে। বাংলার নিজস্ব ডাকের সাজ, চাঁদ মালা, শোলার কদম ফুল, বিবর্তনের ধারায় উঠে আসা বিভিন্ন মূর্তি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, আজ শুধু বাঙ্গালীকে নয় বাংলার বাইরে ও তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে করে তুলেছে মুগ্ধ ও অভিভূত। লোকশিল্পের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। তবে তুষার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখিত সংখ্যাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

> "অনভিজাত লোকায়ত সমাজের শাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষা নিরপেক্ষ মূলত ঐতিহ্যানুসাররী সমষ্টিগত চেতনার প্রথাগত শৈল্পিক অভিব্যক্তিই লোকশিল্প।"[১]

অঞ্চলগত বন্টন : পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শোলাশিল্পের কাজ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল সম্পর্কে তুলে ধরা হল। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী তলার বাগদীপাড়ায় বেশকিছু পরিবার শোলাশিল্পের কাজে নিয়োজিত। শিল্পীর পরিবারের শিশু মহিলা সকলেই এই কর্মে নিয়োজিত। শিল্পী নিলু বাগ, সুব্রত মালাকার বংশ পরম্পরা শিল্পের শিল্পবস্তু নির্মাণ করেন। এখানকার শিল্পীরা মূলত প্রতিমার সাজের কাজ বেশি নির্মাণ করেন। এছাড়া অর্ডার অনুযায়ী টোপর, বিভিন্ন মডেল নির্মাণ করেন। নদিয়ায় কৃষ্ণনগর এক উল্লেখযোগ্য শোলাশিল্প কেন্দ্র। এখানে মাত্র চারটি পরিবার এই কাজ করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিল্প সৃষ্টিতে শোলার ব্যবহার পাওয়া যায় ব্রিটিশ পূর্ব যুগে। সময়টা হল সপ্তদশ শতাব্দী প্রথম থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই জেলার মন্দির বাজার থানার ৭নং জগদীশপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে সপ্ত দেয়ার শতাব্দীর শোলাশিল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গ্রামের হালদার পদবীধারী কিছু মানুষ শোলার কাজ করতেন। শোলার ফুল, ফুলের মালা ইত্যাদি শিল্পকর্মের জন্য তারা মালি নামে পরিচিত। এখনো মহেশপুর গ্রামে এই মানুষদের বংশধররা বসবাস করেন। যে পাড়াতে এরা বসবাস করেন সেটি মালিপাড়া নামে পরিচিত।

বীরভূম : শোলার কাজ বীরভূম জেলার এক উল্লেখযোগ্য শিল্প কীর্তির নিদর্শন। বীরভূমের বোলপুরে অবস্থিত শুরুল, শান্তিনিকেতন, ইলামবাজার লাভপুর, নারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শোলা শিল্পীরা বংশপরম্পরা ঐতিহ্যগত ভাবে শিল্প আঙ্গিক নির্মাণ করে চলেছেন। বীরভূমের উল্লেখযোগ্য শোলা শিল্পী হলেন জীবনকৃষ্ণ পল্লীর কমল মালাকার, লক্ষণ দাস, অমর দাস, অরবিন্দ দাস অনুসূদন বাগদি, ছোটন দেবনাথ প্রমূখ। এদের মধ্যে কমল মালাকার ন্যাশনাল মেরিড সার্টিফিকেট পেয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরা রাজ্যস্তরে সরকারি ও বেসরকারি নানা সম্মান পেয়েছেন।

বর্ধমান : শোলাশিল্পে বর্ধমান জেলা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। এখানকার কাটোয়ার অন্তর্গত বনকাপাশি গ্রামে চল্লিশ ঘর সোনার কাজ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শলাশিল্পী হলেন মৃত্যুঞ্জয় মালাকার, আদিত্য মালাকার, প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জি, কালিদাস রায়, রঘুনাথ রায়, কাশীনাথ চৌধুরী, প্রদ্যুৎ ঘোষ, বরুন মালাকার, মনোজ মোহন সাহা, নবকুমার সাহা প্রমূখ। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানতে পারি এই সমস্ত শিল্পীরা এককভাবে শোলা শিল্পের সামগ্রী নির্মাণ করেন। কলকাতা :কলকাতার কুমারটুলি প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উল্টোডাঙ্গায় রবিবার শোলার বড় হাট বসে, এই হাটটি দীর্ঘদিনের। প্রতি রবিবার প্রায় ৮ থেকে ১০ গাড়ি শোলা কেনাবেচা হয়। বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা এই দিনে শোলা কিনে নিয়ে যান। এখানে শোলা এক আঁটি করে বিক্রি করা হয়। চার হাত দড়ি মাপের শোলা ভালো খারাপ মিশিয়ে ৮০০-১০০০ টাকায় বিক্রি হয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শম্ভুনাথ মালাকার, প্রসেনজিৎ রায়, বিশ্বজিৎ রায় প্রমূখ। এখানে খুব বেশি শোলা শিল্পী শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন না। বিদেশ থেকে সমস্ত অর্ডার কুমারটুলির শিল্পীদের মাধ্যমে ধরা হয় কিন্তু বেশিরভাগ শিল্পদ্রব্য অন্য স্থানের শিল্পীরা নির্মাণ করেন। নাম হয় এখানকার শিল্পীদের। যেহেতু এখানে মাটির প্রতিমা নির্মাণ হয় সে কারণে এখানকার শোলা শিল্পীদের ঠাকুরের সাজে চাহিদা বেশি। এখানকার শিল্পীরা অন্যস্থান যেমন- কৃষ্ণনগর, বনকাবাসী প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীদের কাছ থেকে সামগ্রী সরবরাহ করেন। এখানকার শিল্পীরা ঐতিহ্যগত ভাবে দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিমার সাজ, টোপর, বিভিন্ন মডেল - দুর্গা, কালি, গণেশ, নেতাজি, বিভিন্ন পশুপাখি ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এখানকার শিল্প-সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। এখানকার শিল্পীদের শোলাশিল্পে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা মাধ্যমে জানা যায় অর্ডার অনুযায়ী সমস্ত রকমের সামগ্রী এখানকার শিল্পীরা নির্মাণ করেন। শিল্পী শম্ভুনাথ মালাকার জানিয়েছেন ব্রিটিশদের সময়ে নদীয়ার করিমপুরে শোলার টুপির কারখানা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা শোলাশিল্পের অন্যতম পিঠস্থান। মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, হাতিনগর, জিয়াগঞ্জ, নসিপুর, আইসবাগ প্রকৃত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বেশকিছু জন দক্ষতা সম্পূর্ণ শিল্পীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খাগড়ার শিল্পী সমীর কুমার সাহা, অনেশচন্দ্র মালাকার (আইসবাগ), সুশান্ত মিশ্র (হাতিনগর), অমিতা চৌধুরী (মিশ্র) (হাতিনগর), সুভাষচন্দ্র সরকার খাগড়া প্রমুখ। শিল্পী সুশান্ত মিত্র জানিয়েছেন শিল্পীর পূর্বপুরুষ হাতির দাঁতের কাজ করতেন। যখন হাতির দাঁত পাওয়া গেল না তখন এখানে শোলার কাজ শুরু হয়। মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া একটি জেলা। এখানে অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলত কৃষি কাজ। বেশকিছু শিল্পী বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে শোলাশিল্প সৃজন করে চলেছেন। স্বাধীনতার এত বছর পেরোলেও এখানে কোন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। বহরমপুরের শিল্পীরা মডেল তৈরিতে পারদর্শী। শিল্পী সমীর কুমার সাহা নিজের প্রচেষ্টায় শোলার কাজ শিখেছেন। অসামান্য কর্ম দক্ষতার জন্য জন্য ২০২৬ সালে জাতীয় পুরস্কার পান। অন্যান্য শিল্পী জাতীয় রাজ্যস্তরে বহু সম্মান লাভ করেছেন। এখানে ছোলা বেশি পরিমাণে জন্মায় না। পার্শ্ববর্তী জেলা যেমন - মালদহ, বিহার, ঝাড়খন্ড, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে শিল্পীরা বেশি দামে শোলা কিনে শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন। এখানকার বেশিরভাগ শিল্পী রাজ্য সরকারের সংস্থা 'মঞ্জুসার' মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী বিক্রি করেন। এছাড়া নিজেরা বাড়ি থেকে অথবা দোকানে শিল্প সামগ্রী বিক্রি করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র উন্নত শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত হয় না। কেবলমাত্র বহরমপুরে উন্নত মানের কাজ হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কোচবিহার : কোচবিহারের শোলাশিল্প দীর্ঘদিনের পুরনো। এখানকার শোলাশিল্প রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। কোচবিহারের রাজাদের বিভিন্ন ধর্মীয় পার্বণ ও উৎসবে স্থানীয় মালাকার সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করতেন। যদিও বর্তমানে রাজা নেই তবু শিল্পীরা আজও ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরায় শোলা শিল্পী সামগ্রী নির্মাণ করে চলেছেন। মালাকার শিল্পী গন বর্তমানের শিলা শিল্পের কাজ ছেড়ে জীবনে জীবিকা তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হচ্ছেন। বিভিন্ন উপাদানের দাম ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সে তুলনায় শিল্পীরা উৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের যথার্থ মূল্য পাচ্ছে না। এখানকার শিল্পীরা কালীমুখা, মনসা মূর্তি, ও পট, বিষহরি, মাশান, বিভিন্ন মুখোশ প্রকৃতি নির্মাণ করেন। দক্ষিণ বড়সাব্দল গ্রামের শিল্পী হরি মালাকার বংশ পরম্পরায় শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করছেন। তিনি গ্রামের প্রয়াত শিল্পী ষষ্ঠী মালাকারের কাছ থেকে শোলার কাজ শিখেছেন। তিনি মূলত মনসার পট, মুকুট, পাখি, ফুল, প্রজাপতি, খেলার সামগ্রী তৈরি করেন। শিল্পী প্রতিমার সাজের কাজ জানেন কিন্তু অর্থের অভাবে তৈরি করতে পারেন না। শিল্পের বাড়ির মহিলারা শোলার সামগ্রীর উপর রংয়ের কাজ করেন। সব জায়গার মতো কোচবিহারের শিল্পীরা একই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেন। এখানকার শিল্পীরা 'কাত'কে স্থানীয় ভাষায় 'কায়েত' বলেন। তুলি বলতে সাধারণত বাঁশের কঞ্চির মাথায় পাট দিয়ে বা ছাগলের লোম দিয়ে শিল্পীরা নিজেরা তুলি তৈরি করে ব্যবহার করেন। পূর্বে বালি বা ঢেকিয়া, আঠা হিসাবে ব্যবহার করা হত। ঢেকিয়া একধরনের 'শাক' যাকে বেটে গরম করে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে আর বালি বা ঢেকিয়া ব্যবহার করা হয় না। বর্তমানে ফেভিকল জাতীয় আঠা ব্যবহার করা হয়। এখানে দুই ধরনের শোলা পাওয়া যায় - কাটুয়া শোলা, ঢোপা শোলা। কাটুয়া শোলা কম জলে জন্মে, এর গায়ের রং বাদামী। আর ঢোপাশোলা পাটকাঠির মত সাদা। এই শোলা জলে পাটকাঠির মতো জাগ দেওয়া হয়। ৭-৮ দিন পর পাট বিননোর মত করে বিনিয়ে নিয়ে গা পুরো সাদা হয়ে যায়। এই শোলায় কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়। এখানকার মালাকার সম্প্রদায় ছাড়াও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ শোলার কাজ করে থাকেন। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থান যেমন - দিনহাটা, ভেটাগুড়ি, তুফানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শোলার বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য নির্মিত হয়।

বাঁকুড়া : পশ্চিমবঙ্গের যে কয়টা জেলা আছে তার মধ্যে বাঁকুড়া জেলা লোকশিল্পে উন্নত। বাঁকুড়ার ঘোড়া জগৎ বিখ্যাত। এছাড়া বাঁকুড়ায় কাঁসা-পিতল শিল্প ও শোলা শিল্প গড়ে উঠেছে। এখানে শুধুমাত্র দুই একটি পরিবার বংশ-পরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে শোলাশিল্প সৃজন করে চলেছেন। এখানে সাধারণ মানের শোলার সামগ্রী তৈরি হয়। যে সমস্ত জিনিস ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়, সেই সমস্ত জিনিস এখানে তৈরি হয়। যেমন - টোপর, চাঁদ মালা, ডাকসাজ, রথ, কদমফুল প্রভৃতি। এখানকার শিল্পীরা উপকরণগুলি কলকাতা থেকে বেশি দামে কিনে আনেন। ফলে শিল্পীরা বেশি পরিমাণে শোলার সামগ্রী তৈরি করতে পারেন না। এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন নন্দদুলাল পাত্র (পোকাবাঁধ), অনুপ কুমার পাত্র, অরুণ পাত্র এই শিল্পীদের প্রথম শোলা শিল্পের কাজ করেন। এখানে শ্রমিকের সমস্যার জন্য শিল্পটির অগ্রগতি ঘটছে না। এছাড়া এই শিল্পে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্ম এই শিল্পে আসতে চাইছে না। শিল্পী অনুপ কুমার পাত্র জানিয়েছেন বর্তমানে কাঁচামালের দাম খুব বেশি। শিল্পী কে কলকাতা থেকে শোলা জরি চুমকি বেশি দামে কিনে আনতে হয়। শিল্পী বাজারে চাহিদা অনুযায়ী শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করেছেন। তিনি বাইরে ভালো জিনিস দেখে সেটাকে নকল করার চেষ্টা করেন। তিনি জানিয়েছেন এই শিল্প দ্রব্যের চাহিদা আছে কিন্তু অর্থের অভাবে শিল্পী বেশি পরিমাণে শিল্প দ্রব্য তৈরি করতে পারছেন না।

মালদা : পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো মালদাতেও শোলাশিল্পের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এখানকার শোলাশিল্প একটু অন্য ধরনের। মালদার বিখ্যাত লোকনৃত্য গম্ভীরা। গম্ভীরার মুখা এখানকার অন্যতম শিল্প সামগ্রী। এই মুখাগুলি হল চামুন্ডা, কালি, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি। এই সামগ্রী খুবই সহজ সাধারণ উপাদান উপকরণ সহযোগে শিল্পীরা তৈরি করেন। সাধারণভাবে মাথার উপর শোলার পাত খাড়া করে বসিয়ে, উপর দিকে কদম ঝুলিয়ে দেয়। পরপর সাজিয়ে এগুলি চূড়ার আকৃতি নেয় এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকে। কালীর মুখ কালো অথবা নীল রঙের হয়ে থাকে। যতটা পারা যায় শিল্পীরা মুখের মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করেন। এছাড়া এখানকার শিল্পীরা মেল্লি তৈরি করেন। প্রথমে শোলাকে কেটে লম্বা পাত বের করা হয়। লম্বা পাতের দুই মুখ আঠা দিয়ে জোড়া হয়। এভাবে গোলাকার যে পট হয় তাতে ছবি আঁকা হয় দেবদেবীর।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাতগুলি চার থেকে ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়। এই গোলাকার অংশে ছবি থাকে পরমেশ্বরী, পাঁচ বোন, নাগ নাগিনী, মনসা প্রকৃতি। এছাড়া এখানকার শিল্পীরা টোপর, চাঁদমালা, কদম, প্রতিমার সাজ নির্মাণ করেন। শিল্পীরা যে মেল্লি তৈরি করেন তাতে সে যেমন মানসিক করেন তা মালাকারকে বলে দেন, সেই মতো মালাকার ছবি এঁকে দেন। এগুলো দেখতে অনেকটা ঝাড়বাতির মত। একদম নিচে থাকে কদম ফুল। মেল্লির পাতগুলি ঝোলানো হয় শোলার সুর পাট কেটে তার দুই প্রান্ত মেল্লির পাতে জুড়ে ফিতের মতো করে। মেল্লির গায়ে আলতা দিয়ে ছবি আঁকা থাকে। মালদা শহরের শিল্পীদের হাতের কাজের সূক্ষ্মতা রয়েছে কিন্তু দূরে গ্রামের যে শিল্পীরা মেল্লি তৈরি করে তার রেখাংকন অনেক সরল প্রকৃতির। এছাড়া মালদা জেলায় এক অভিনব চাঁদোয়া দেখা যায়। বাঁশের চাটাইয়ের মতো শোলার পাতা দিয়ে বোনা এক বর্গফুট মাপের চৌকো আকারে তৈরি হয়। এতে চার কোন চারটি কদম ফুল ঝোলানো হয়। শোলার পাতে বিভিন্ন নকশা আঁকা হয় আলতা দিয়ে। এটি সত্যনারায়ণ পূজার সময় টাঙ্গানো হয়।

এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শোলাশিল্পের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সমস্ত জায়গায় সমান কাজ হয় না বলে সব শিল্পীরা চোখের আড়ালে থেকে যায়। এমন কিছু শিল্পী আছে যারা বংশ পরম্পর দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শোলাশিল্প সৃজন করে চলেছেন। তাদের সম্মুখে আনা দরকার।

উপাদান ও উপকরণ : শোলা একধরনের জলজ উদ্ভিদ। যা সাধারণত বিভিন্ন ডোবা, জলাশয়, খাল, বিল, মজে যাওয়া পুকুর প্রভৃতি স্থানে জন্মায়। শোলা শিল্পের মূল উপাদান এই শ্বেত শুভ্র শোলা। সারা পৃথিবীতে শোলা গাছের নানান প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম। ইংরেজিতে sensitive Malayan vetch, joint vetch, budda pea, Indian jointut vetch, এগুলি সবই সারা পৃথিবীর শোলা গাছের বিভিন্ন প্রজাতির কথা স্মরণ করায়। তবে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে Shola, Shola pith plant নামে পরিচিত। প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ 'বাংলার লোকশিল্প' শীর্ষক গ্রন্থে শোলা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে বলেছেন—

> " 'সোলা' (শোলা) শব্দটির ব্যুৎপত্তি সলিল > সলিলা > সলা > সোলা। কারণ এটির জন্ম জলে।"[২]

Aeshynomene Indica (L) হল শোলা শিল্পের মূল উপাদান। এটির আবার দুটি প্রজাতি পাওয়া যায় : Kath Sola (কাঠশোলা), ভাত Sola (ভাতশোলা বা ফুলশোলা)।

কাঠশোলা পুরুদন্ডের মতো ও কঠিন শক্ত প্রকৃতির। এই শোলা দিয়ে সুন্দর শিল্প দ্রব্য করা যায় না। আর একটি ভাত শোলা বা ফুল শোলা, যা দিয়ে সোলার যাবতীয় সামগ্রী তৈরি করা হয়। শোলা গাছ অনেকটা লজ্জাবতী গাছের মতো দেখতে হয়। এটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছ জলে যখন থাকে তখন সবুজ রঙের হয়। রোদে শুকিয়ে নিলে শোলা গাছের গা বাদামী বর্ণের রোয়া যুক্ত হয়। শোলার খোসা প্রথমে ছাড়িয়ে নিয়ে সাদা অংশের বিভিন্ন নকশা করে ব্যবহার করা হয়। বাদামি রঙের খোসাগুলি প্রতিমা সাজের পিছনে সাঁজটিকে শক্ত ও মজবুত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বিমলেন্দু হালদার সুন্দরবনের শোলাশিল্প : 'বিবর্তন, গতিপ্রকৃতি ও সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে শোলা শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন—

> "তবে শোলা শব্দের ব্যবহার আমরা পাচ্ছি খ্রিস্টপূর্ব যুগে। শব্দটি প্রোটো অস্ট্রালয়েড তথা অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। অস্ট্রিক ভাষায় কোল, মুন্ডা, ভাষা গোষ্ঠীর মানুষরা জল অর্থের শোলশব্দের ব্যবহার করত। এর সঙ্গে আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শোলা শব্দটি তৈরি হয়েছে। অর্থ হল জলে জন্মায় এমন উদ্ভিদ। এরকম শোল শব্দের যুক্ত শোল মাছ শব্দ পাওয়া যায়। শোল মাছ ও জলে জন্মায় এবং জলে বাস করে।"[৩]

শোলা গাছ ভারতীয় ছিপি গাছ নামেও পরিচিত। শোলা গাছের কান্ডটি জলের নিচে মাটি আঁকড়ে থাকে এবং বাকি অংশ জলের উপরে থাকে। যে জলাশয়েসারা বছর জল থাকে অথচ গ্রীষ্মে জল কমে যায় এবং বর্ষায় আবার জল জমতে থাকে সেই রকম পুকুর জলাশয়ে হলে গাছ জন্মায়। দোআশ ও পলি মাটিতে জন্মান শোলাগাছ থেকে প্রাপ্ত শোলা উৎকৃষ্ট মানের হয়। সাধারণত আদ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু শোলা গাছের পক্ষে আদর্শ। তবে মাটির গুণে শোলার মান যায় হোক না কেন সবই কিন্তু শিল্প সৃষ্টির কাজে লাগে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শোলাশিল্পে পূর্বে শুধুমাত্র শোলা ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে মানুষের চাহিদা পাল্টেছে, আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বলে শিল্পকর্মে উপাদানের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। শোলার শিল্পকর্মে ব্যবহার করা হয় বুলেন, চুমকি, জমির, বিরজা, মোম দিয়ে তৈরি আঠা, জরি, বসমা, সুতা, কাগজ, ভুরো, ট্রেসিং পেপার, খবরের কাগজ, পপলিন কাপড়, বুলিয়ান, তবক, রিবন, কাচ, সেলোটেপ, কাটুন বাক্স, সোয়েড পেপার ইত্যাদি।

শোলার কাজে আঠার প্রয়োজন হয়। যদিও বর্তমানে ফেভিকল ধরনের আঠা অনেক ব্যবহার করছেন, তবে অধিকাংশ কারিগর কিন্তু লোক প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেদের আঠা প্রস্তুত করে নেন। তেতুলের বীজ ভেজে নিয়ে তা ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। নরম হয়ে গেলে ওই বিচগুলির খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিয়ে আবার জলে ফেলে ফোটানো হয়। ভালোভাবে ফুটলে আঠা তৈরি হয়। গমের আঠা বা ময়দার সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে জাল দিয়েও আঠা প্রস্তুত করা হয়। পোকার হাত থেকে বাঁচার জন্য তুঁতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই আঠাতে তুঁতে ব্যবহারের ফলে নীলাভ রঙ হয় ফলে শোলার অনেক শিক্ষার্থী সুখ্য কাজগুলি সম্ভব হয় না, তাই বর্তমানে ফেভিকল আঠা বেশি ব্যবহার করা হয়। সূক্ষ্ম কাজের ক্ষেত্রে আঠা কাঠির সাহায্যে ব্যবহার করা হয়।

পূর্বে শিল্পীরা স্থানীয় জলাশয়, ডোবা থেকে নিজেরায় শোলা সংগ্রহ করে শিল্পদ্রব্য তৈরি করতেন। বর্তমানে যে সমস্ত শিল্পীরা বেশি পরিমাণে শোলার কাজ করেন তারা কলকাতার উল্টোডাঙার হাট থেকে শোলা কিনে নিয়ে আসেন। শিল্পী তাপস মালাকার (বাদকুল্লা, নদিয়া) জানিয়েছেন চার হাত ধরির বোঝাশোলা ২০০০ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। সেই বোঝায় সব শোলা ভালো থাকে না, বেশিরভাগ শোলা লাল রঙের ও শক্ত হয়। যা দিয়ে ভালো কাজ করা যায় না। শিল্পী সুভাষচন্দ্র সরকার বলেছেন বর্তমানে শোলার দাম অত্যন্ত বেশি। এক আঁটি শোলা যেখানে ছয় থেকে সাতটি ষোলা থাকে যার দাম বর্তমানে ৩০০ টাকা।

শোলা শিল্পে মূলত মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত দেশজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। বর্তমানে বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন - কাত, কাঁচি, ছুরি, নুরুন, বাটালি, ইন্টারলক কাঁচি বা খাজ কাইচি বা জিক যাক কাঁচি, বসমা পেশার মেশিন বা তই ভাজা কল, তুমনা, স্কেল, ছুচ, ছেকনি, পাইপ, হাতরি, করাত, বেলনা, কম্পাস, চেয়ারি, সর্ণা, পাটা, স্টেপলার, পেন্সিল, কাচকাটা হীরা, বেল্ট ইত্যাদি। শোলাশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আঞ্চলিক নামের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হয়।

শোলাশিল্পে শিল্প দ্রব্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শোলা দিয়ে শিল্পীরা নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করেন। যেমন:শোলার কদম ফুল, ফুলের মালা, টোপর, সিঁথিমোর, পটাসি, চাঁদমালা, গাছ, লতাপাতা, কদমঝুড়ি, মাছ, পাখি, বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, পুতুল, রাস উৎসবের দ্রব্যাদি, ঠাকুর দেবতার সাজ, গহনা, ঠাকুর দেবতার মূর্তি, মঞ্চ শয্যার বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষ ও মহাপুরুষদের মূর্তি, মন্দির, তাজমহল, রাজা-রানী, রাজকীয় হাতি, ঘোড়া, সখি, বাদর, কুমির, প্রজাপতি, বাঘ, হরিণ, কলসি কাঁখে নারী, উড়োজাহাজ, আদিবাসী পুরুষ-রমণী, ময়ূর, ময়ূরপাঙ্খী নৌকা, সৌখিন ফুলদানি ইত্যাদি। শোলার মতো অতিসামান্য উপাদান দিয়ে কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে মালাকার সম্প্রদায় যে অসাধারণ শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করেন তাতে তাদের, রুচি, কর্ম নিপুণতা, অসাধারণ শিল্প দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামীণ মানুষের সরলতা শুভ্রতারি দোতক যেন শোলার তৈরি অসাধারন শিল্পগুলি।

শিল্পীরা নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন শোলার সামগ্রী তৈরি করেন। অঞ্চল ভেদে শোলার সামগ্রী তৈরীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে দেখা যায় খাগড়া (মুর্শিদাবাদ) এর শিল্পীরা বিভিন্ন মডেল তৈরি করেন আবার কৃষ্ণনগর (নদীয়া) সেখানকার শিল্পীরা প্রতিমার সাজের কাজ বেশি করেন। শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অলংকরণ করেন। সরকারি ভাবে বা বেসরকারি উদ্যোগে কাজের প্রদর্শনী করা হয়। রাজ্য বা জেলাস্তরে ভালো কাজের জন্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন অনেক শিল্পী। শিল্পী সমীর কুমার সাহা ২০০৬ সালে জাতীয় পুরস্কার পান (খাগড়া, মুর্শিদাবাদ)। শিল্পী তারক মালাকার (বাগডিপাড়া নদীয়া) রাজ্য স্তরে ২০১২ সালে সোলার ছাল না ছাড়িয়ে গোটা রেখে কদম গাছে দুর্গা ঠাকুর দুলছে সেটি বানিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া আরো অনেক শোলা শিল্পী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অলংকরণ শৈলী ও মোটিফ : শিল্পীরা প্রতিমার সাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে কাগজের উপর নকশা এঁকে বিভিন্ন অংশের শোলা কেটে আঠা দিয়ে নকশা অনুযায়ী শোলা স্থাপন করেন। যেকোনো মডেল নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পী আকৃতি অনুযায়ী শোলার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে দু'চারটে শোলা জুড়ে বেস তৈরি করে নেন প্রথমে। তারপর সরু কাত দিয়ে চেঁছে চেঁছে সঠিক অবয়ব নির্মাণ করেন। মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরু ছুরি দিয়ে সুক্ষভাবে নির্মাণ করেন। প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক স্থানে বিভিন্ন অংশ আঠা দিয়ে সেট করে থাকেন। এভাবে শিল্পীরা নানা নকশা তৈরি করেন। শোলা শিল্পীরা বিভিন্ন মোটফের উপর ভিত্তি করে অলংকরণ শৈলী প্রস্তুত করেন। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় মোটিফগুলি স্পষ্ট ধরা পড়ে। মালাকার শিল্পীদের শিল্প দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের অলংকরণ শৈলীতে। শিল্পীরা শোলা এবং কাত দিয়ে অপরূপ শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন। মালাকার শিল্পী সমাজের রসচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও নান্দনিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরায় দেশীয় পদ্ধতিতে শোলা শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন।

শোলাশিল্প সামগ্রী অলংকরণের প্রথম পর্যায়ে একটি গোটা শোলা নেওয়া হয়। শোলাকে কাত দিয়ে বাদামি ছাল ছাড়িয়ে সাদা অংশ বের করে নেওয়া হয়। এবার সাদা শোলাকে যে নকশা করা হবে সেই অনুযায়ী কেটে নিতে হয়। যাতে হাতে ভালোভাবে ধরা যায়। বিট কাটলে ১০ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি মাপের শোলাকে কাত দিয়ে সরু সরু করে সুতোর মতো লম্বা লম্বা করে কাটা হয়। একে 'সুতেন' বলা হয়। এবারে চাকি, মটরদানা, শুশুনি পদ্ম ইত্যাদি নকশা করলে প্রথমে শোলার গায়ে কাত দিয়ে নকশা করে নিয়ে প্রস্থ বরাবর পিস পিস করে কাটা হয় শোলার নকসার কাজ খুব দুরুহ কাজ। কাত দিয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে হয়। একটু চাপ লাগলে শোলা ভেঙ্গে যায়। এছাড়া কাত খুব ধারালো হয় যার ফলে হাত কেটে যেতে পারে। এ কাজে যথেষ্ট ধৈর্য ও মানসিক একাগ্রতা সহকারে কাজ করতে হয়। সরু সুক্ষ লোহার কাত দিয়ে শোলাকে কেটে কেটে নকশা তৈরি করা হয়। যেমন - ময়ূর, ঘট, পদ্ম, কলকা, চাঁদ, গোলচাঁকি, হাফ চাকি, পাঁচ ফুল, তিন ফুল, সাত ফুল, প্রজাপতি, ডাব, শিউলি ফুল, মটরদানা, জবশিস, করলা চাকি, মালা বিট, দাঁত বিট, একধেরে, দু ধেরে, পান পাতা, চকলো, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশা ইত্যাদি করা হয়। এই সমস্ত নকশা দিয়ে শিল্পী বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন। একটি কাজ শেষ করতে শিল্পীর অনেক সময় লাগে। যেমন বড় প্রতিমার সাজ তৈরি করতে শিল্পীর ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগে। একটি টোপর তৈরি করতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগে। শোলা শিল্পীরা অলঙ্করণ অনুসারে মোটিফের বিভিন্ন নাম দেন। যেমন শোলাকে একদিকে বাদামের খোসার মতো ঢেউ খেলনা করে কাটলে বাদাম বিট, পাতলা করে শোলাকে কাটলে শুতেন, শোলার একদিকে করাতের মতো দাঁত দাঁত করে কাটলে এক ধেরে, দুদিকে করাতের মত কাটলে দুধেরে, গোল করে ঘুরিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিলে রোল, রোল থেকে প্রস্তুচ্ছেদ বরাবর পাতলা করে কাটলে নাম হয় চাকি, বরফির মত কাটলে বরফি, পাঁচটি পাপড়ির নকশা করে কাটলে শুশুনি পদ্ম, শোলার গায়ে থেকে কেটে কেটে সরু সরু করে অংশ তুলে নিয়ে প্রস্থ বরাবর পাতলা করে কাটলে নাম হয়, খাজানো চাকী, পানের মতো করে উপরের দিকে খাঁজ করলে নাম হয় খাজানো পান, পানের মতো হলে নাম পান, নিচের দিকে একবার খাঁজ করে উপরে খাজানা হলে নাম হয় পাতা প্রভৃতি। শিল্পে ব্যবহৃত মোটিফগুলি নানা অর্থ বহন করে। যেমন পদ্ম পবিত্রতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক, মাছ মঙ্গলের প্রতীক, পাখি বিবাহের প্রতীক ইত্যাদি। ঐতিহ্যগত ভাবে শিল্পীরা এই সমস্ত মোটিফগুলি শিল্প সামগ্রী নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতি : শোলা শিল্পীরা সাধারণ উপাদান শোলা দিয়ে অতি অসাধারণ শিল্প দ্রব্য নির্মাণ করেন। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি তুলে ধরা হবে।

টোপর নির্মাণ পদ্ধতি : টোপর হিন্দুদের বিবাহ ও অন্নপ্রাশনের এক অপরিহার্য শিল্প সামগ্রী। শোলা শিল্পের প্রাথমিক পর্বে টোপর ছিল শিল্পীর একমাত্র নির্মাণ সামগ্রী। বংশপরম্পরায় শিল্পীরা একই পদ্ধতিতে টোপর নির্মাণ করে চলেছেন। টোপরের উপাদান ও উপকরণগুলি হল শোলা, জরি, বিভিন্ন মাপের চুমকি, আর্ট পেপার, তার, আঠা, বাঁশের সলা, কাত, কাঁচি, ছুরি, বেলনা প্রভৃতি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

টোপর তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে শক্ত আর্ট বোর্ড বা পিচবোর্ডে ডাইস তৈরি করে নেওয়া হয়। তারপর একসঙ্গে পাঁচ থেকে ছয়টি আর্ট পেপারের উপর ডাইস রেখে পেন বা পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে নেওয়া হয়।

দাগ অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে আর্ট পেপার কাটা হয়। আর্ট পেপারটিকে শঙ্কু আকৃতির করে তুঁতে মেশানো ময়দার আঠা বা ফেভিকল দিয়ে পাশাপাশি ৫ ইঞ্চি করে জোড়া লাগানো হয়। যে অংশ মাথার স্পর্শে থাকে অর্থাৎ খোলা মুখের ভেতরের দিকে ১ ইঞ্চি চওড়া শোলার পাতি আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয় এবং বেলনা দিয়ে বেলা হয় যাতে শোলা নমনীয় হয় ফলে সেটি ভেঙে যাবে না। এবারে শোলার সরু পাতি কেটে এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি ফাঁকা রেখে টোপরের সামনের অংশে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফাঁকা জায়গায় গোল গোল করে কাটা ফুলচাকি, গুটি ফুল, বেলি ফুল, খাজানো চাকি, শুশুনি পদ্ম, মটর দানা বড় থেকে ছোট পরপর আঠা দিয়ে আটকানো হয়। চাহিদা অনুযায়ী জরি, চুমকিও ব্যবহার করা হয়। অবশেষে একটি ময়ূর বাঁশের শলার উপর আটকানো হয় যেটি টোপরের উপরের অংশে থাকে এবং নিচে দুদিকে দুটি কদম ফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে একটি টোপর নির্মাণ করা হয়।

কুলোতে দুর্গার মুখ নির্মাণ পদ্ধতি : সভ্যতার এক ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের রুচিবোধ পাল্টেছে। সৌন্দর্য প্রিয় মানুষ ঘর সাজানোর সামগ্রী হিসেবে কুলোতে দুর্গামূর্তি ব্যবহার করেন। শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কুলোতে দুর্গার মুখ নির্মাণ করেন। এই মূর্তিগুলি বিভিন্ন মাপের হয়। প্রথমে কাগজে একটি নকশা এঁকে নেওয়া হয়। উন্নত মানের শোলা থেকে পাতলা চাদরের মত শোলার 'কাপ' তোলা হয়। এ কাপগুলি নির্দিষ্ট মাপের ডাইসে সেট করা হয়। ডাইসের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে ডাইসের আকার প্রদান করা হয়। মুখের পিছনের দিকে শোলার চাদর আটকিয়ে মুখকে শক্ত করা হয়। শক্ত না করলে চোখ, নাক, মুখ সুন্দর ভাবে তৈরি করা যায় না। মুখাটি শক্ত হয়ে গেলে ডাইস থেকে বের করে দেওয়া হয়। সরু কাত দিয়ে চোখ নাক মুখ সুন্দর ভাবে নির্মাণ করা হয়। মাথায় সিঁথি মোর, গলার চিক, কান এছাড়া মুখে চারিপাশে বিভিন্ন কলকা দিয়ে সুন্দর আকৃতি করা হয়। এবারে একটি কুলোতে আঠা দিয়ে সেট করা হয়। সম্পূর্ণ কাজ হয়ে গেলে এগুলো যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য কাঁচের বাক্সের মধ্যে সেট করে বাক্সের চারিধারে সরু ফিতে দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এই নয় ইঞ্চি মাপের দুর্গার মুখের বর্তমান দাম সাত থেকে দশ হাজার টাকা। যা তৈরি করতে সময় লাগে দুদিন।

ময়ূরপঙ্খী নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি : শিল্পীরা শোলার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের নৌকা নির্মাণ করেন। সাধারণত পাল তোলা নৌকা, বাইজের নৌকা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা প্রকৃতি। ছোট ছোট নৌকা সাধারণত ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি মাপের হয়। এগুলি সাধারণ মানুষ ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার করেন। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ময়ূরপঙ্খী নৌকা। এই নৌকার এই রূপ নামকরণের কারণ হলো এই নৌকার উপরে ঘর, পাল থাকলেও বিশেষত্ব এর বডিতে। নৌকার আকৃতি এবং সামনের দিকটা অর্থাৎ মুখটা দেখতে হয় ময়ূরের মত। এই নৌকা তৈরির উপাদান ও উপকরণগুলি হল শোলা, আঠা, আর্ট পেপার, কাচের বক্স, কাত, কাঁচি, ছুরি, ফিতে, পেন্সিল, হাতুড়ি, কার্ডবোর্ড সাদা কাগজ প্রভৃতি। প্রথমে আর্ট পেপারের উপর সম্পূর্ণ নকশা এঁকে নেওয়া হয় পেন্সিল দিয়ে। ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি মাপের খারাপ শোলা নিয়ে চারিদিকের ছাল সমান করে ছাড়িয়ে নৌকার মতো করে একটু বেঁকিয়ে ছয় থেকে সাতটি শোলা আঠা দিয়ে জুড়ে মোটা বেস তৈরি করা হয়। বেস এর তলার দিকটা গোলাকার করা হয় এবং উপরের দিক চারকোনা করা হয় যেখানে ঘর, মানুষ থাকে। শোলা জুড়ে আলাদা আলাদা করে মানুষ, উপরের বিভিন্ন নকশা করা হয়। সরু ছুরি দিয়ে বেস বা বডিটাকে মসৃণ করে নেওয়া হয়। এবারে বেস এর চারিধারে শোলাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যে কাপ তোলা হয় সেই কাপ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সামনের দিকে একটি ময়ূরের মুখ নির্মাণ করা হয়। ময়ূরের বডিতে এবার নকশা সেটিং করা হয়। সরু ছুরি দিয়ে হাফ চাঁকি, ফুলচাকি, মটরদানা, খেজুর পাতা, শুশনি পদ্ম, তৈরি করে নকশা অনুযায়ী ময়ূরের গায়ে আঠা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। এবারে ময়ূরের মুখ আটকে দেওয়া হয়, সামনের দিকে। ময়ূরের উপরের দিকে মানুষ, পাল, ঘর যেগুলি সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি আটকানো হয়। ময়ূরের তলাটাকে একটি শক্ত প্যাডের উপর বসানো হয়। ভেলভেট পেপার দিয়ে প্যাডটি মোড়া থাকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সবশেষে কাচের বাক্সের মধ্যে সেট করে রাখা হয়। চারিধার রিবন দিয়ে কাচের কোনগুলি আটকানো হয়। এভাবে একটি ময়ূরপঙ্খী নৌকা তৈরির কাজ শেষ হয়।

প্রতিমার সাজ নির্মাণ পদ্ধতি : দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী সরস্বতী যে কোন প্রতিমার ক্ষেত্রে শোলার সাজ ব্যবহার করা হয়। সাজের ক্ষেত্রে উপাদান ও উপকরণগুলি হল শোলা, প্রেসিং পেপার, ভেলভেট কাপড়, খবরের কাগজ, পেন, পপলিন কাপড়, আঠা বিভিন্ন রকমের চুমকি, কাত, ছুরি ইত্যাদি। যে প্রতিমার বুকের সাজ হয় তার আকৃতি অনুযায়ী কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। এই কাগজটি দেখতে অনেকটা লম্বা জিভের মতো হয়। এই সাজ প্রতিমার উচ্চতা ও আকৃতি অনুযায়ী হয়। নকশা অনুযায়ী প্রথমে আর্ট পেপারে নকশা আঁকা হয়। ভালো সাজের ক্ষেত্রে লাল, গোলাপি পপলিং কাপড়ের উপর নকশা আঠা দিয়ে বসানো হয়। খবরের কাগজের উপর আঠা দিয়ে পপলিন কাপড় আটকে নেওয়া হয়। এবারে নকশা আঁকা আর্ট পেপারটি কাপড়ের উপর রেখে পেন দিয়ে নকশা গুলি আঁকা হয়। যেমন সুতেন, চাকি, মটর দানা, কলকা, ময়ূর, ঘট, খেজুর পাতা, পান, শুশুনি পদ্ম, এক ধারে ইত্যাদি। নকশা কোথাও কোথাও উঁচু রাখা হয়। সেখানে পাতলা করে কাটা খোসা সমেত শোলা আঠা দিয়ে আটকে উঁচু করা হয়। সেখানে আবার কালারিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল আটকে দেওয়া হয়, যা আলো পড়লে চকচক করে। ফয়েলের উপর জালি করে শুতেন সেট করা হয়। এবারে নকশা অনুযায়ী কাটা নকশাগুলি আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কোথাও কোথাও জরি, চুমকি ব্যবহার করা হয়। সাজ তৈরি হয়ে গেলে ছোট ভাজ করে খবরের কাগজের মধ্যে রেখে সুতো দিয়ে প্যাকিং করা হয়। দেবের সাজের বেশ কিছু নাম আছে সেগুলি হল : কিরিট - মাথার চূড়া, খুন্তি - চূড়ার পদ্ম পাপড়ির মতো নকশা, পাশ কলকা - চূড়ার দুই পাশে থাকে, মকর - কানের পাশের কলকা, ঘাড় বেণী-কাঁধের উপরের নকশা করা কলকা, আঁচল - দুই কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে থাকা নকশা সমেত পোশাক, বুক-গলা থেকে ঝোলা মালার সারি, বাজুবন্ধ - বাহুর গহনা, অনন্ত - বাহুর গহনার নিচে থাকে যে গহনা, মানতাসা বা ক্রস - হাতের কবজি থেকে কোন অবধি ক্রস আকারে যে গহনা থাকে, জোড় - পায়ের গহনা।

প্রাচীন ঐতিহ্যময় যে কোন শিল্পের অগ্রগতি নির্ভর করে শিল্প সামগ্রীর বিপদন ব্যবস্থার উপর। শিল্পীরা পূর্বে কাঁচামাল খুব কম দামে সংগ্রহ করতেন কিন্তু বর্তমানে কাঁচামালের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পীরা আগে বাড়িতে বসেই কাঁচামাল সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে প্রত্যন্ত এলাকার শিল্পীদের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য কলকাতার হাটে আসতে হয়। খরচ প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কলকাতা থেকে সামগ্রী কিনে নিয়ে গিয়ে শিল্প দ্রব্য তৈরি করে বিক্রি করার পর বিশেষ কিছু লাভ হয় না। উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীগুলি শিল্পীরা নিজের বাড়ি থেকে বিক্রি করেন আবার কখনো কখনো পাইকারি দোকানেও দিয়ে আসেন। শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে ও শিল্প সামগ্রী বিক্রি হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মঞ্জুশা, ভারত সরকারের অধীনস্থ জাতীয় হস্তশিল্প কেন্দ্রে শিল্পসমগ্রী বিক্রি হয়ে থাকে। এছাড়া মেলা, উৎসব, প্রদর্শনী, বিভিন্ন পাইকারি ব্যবসায়িক ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী বিক্রি হয়ে থাকে। শিল্পীরা সরাসরি বাড়ি থেকে বিক্রি করলে অধিক লাভবান হন। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিক্রয় হলে টাকা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু তা পেতে অনেক সময় লেগে যায়। যেসমস্ত শিল্পীরা শোলার মডেল তৈরি করেন তিনারা সারাবছর এই কাজ করতে পারেন। আর যারা শোলার সাজ, টোপর, কদম ইত্যাদি তৈরি করেন বছরের অর্ধেক সময় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বাকি সময় তাদের অন্য পেশায় নিযুক্ত হতে হয়।

শোলাশিল্পের ক্ষেত্রে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে ধর্মীয় রীতিনীতিতে ভর দিয়ে এই শিল্প গড়ে উঠেছিল এই শিল্পের নান্দনিকতার দিকটি বেশি ফুটে উঠেছে। শোলার যেই শুভ্রতা সেই শুভ্রতার ক্ষেত্রেও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কদম ফুল দোলঙ্গি প্রতিমার সাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোলাকে রং করে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার এই শোলার সঙ্গে কখনো কখনো পপলিন কাপড় ড্রেসিং পেপার ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে শিল্পীরা জানিয়েছেন সাদা শোলার সাজের চেয়ে এখন রঙিন সাজের চাহিদা অনেক বেশি। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্র বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বর্তমানে জিক জাক কাঁচি, তৈভাজা কল এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগুলি জরি, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, বুলেন প্রভৃতিকে নকশা করে কাটতে ব্যবহার করা হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই শিল্পের শিল্পীরা হলেন মালাকার সম্প্রদায়। তবে বর্তমানে এই শিল্পে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ শিল্প কাজ করে থাকেন। পাল, সাহা, বাগদি, পাত্র, কর্মকার, সরকার, প্রভৃতি পদবী ধারী শিল্পীরা এই শিল্প সৃজন করে চলেছেন। এই শিল্পে মহিলা শিল্পীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শোলা বাছাই থেকে আরম্ভ করে রং করা, প্যাকিং করা প্রভৃতি কাজ বাড়ির মহিলারা করে থাকেন। শিল্পীদের অন্য পেশা বেছে নিতে হচ্ছে জীবনও জীবিকার তাগিদে। বহুকাল ধরে বাংলার সমাজ জীবনে মালাকার জাতির মানুষ শোলার শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করে চলেছেন। মধ্যযুগের ময়ূর ভট্টের 'ধর্মপুরাণ' কাব্যে বিবিধ জাতির মধ্যে মালাকারদের উল্লেখ পাওয়া যায় -

"সদ্ গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্র ক্ষেত্রে কুম্ভকার একাদশ তিলি।।
যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালি মালাকার।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর।।"[৫]

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বাংলাতেও শোলাশিল্পী রূপে মালাকারদের উপস্থিতি ছিল। বর্তমানেও শোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষ ঐতিহ্যগত ভাবে বংশ পরম্পরায় শোলার সামগ্রী নির্মাণ করে চলেছেন। শোলাশিল্পীরা মূলত সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এরা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করে বেঁচে আছেন। শিল্পীদের মাসিক আয় আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা, যা দিয়ে বর্তমান সময়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় শিল্পীরা এই পেশাকে নেশায় পরিণত করেছেন তাই তারা চাইলেও এই পেশাকে ছাড়তে পারছেন না। কিছু মানুষের জমি জমা থাকলেও শিল্পের সংখ্যায় বেশি। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই শিল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছে না, বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন না। কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ শিল্পী পরিবার দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে সোলে শিল্পীর চাহিদা বেড়েছে কিন্তু শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এই অবনমণের বিশেষ কারণও রয়েছে। যেমন কাঁচামালের অভাব, জরি, চুমকি, রাংতা, বুলেন প্রভৃতি সামগ্রীর অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি আর্থিক সহায়তার অভাব, উন্নত প্রশিক্ষণের অভাব, শিল্পীদের পুঁজির অভাব প্রভৃতি। নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে শোলাশিল্পীরা শোলাশিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন।

শোলাশিল্পের সমস্যা ও সমাধান:শোলার চেয়ে হালকা সস্তা বিভিন্ন বিকল্প বস্তু বাজারে প্রাধান্য লাভ করায় শোলাশিল্প অনেকটা পশ্চাতে চলে গেছে। ক্রমশ অবলুপ্তির পথে হাঁটতে থাকা শোলার একেবারে অবলুপ্তি সম্ভব না হলেও অস্তিত্ব বজায় রাখার যথেষ্ট সমস্যা বর্তমান। শোলার বিকল্প হিসেবে বর্তমানে কেমিক্যালযাত থার্মোকলের প্রভাব দেখা দিয়েছে। থার্মোকল শোলার চেয়ে শক্ত তা দিয়ে খুব সহজে কম সময়ে প্রচুর শিল্প দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। প্যান্ডেল সজ্জার বেশিরভাগ স্থান এখন থার্মোকল দখল করে নিয়েছে। আগে প্রতিমার মালা বা বিয়ের মালা শোলা দিয়ে তৈরি হত কিন্তু বর্তমানে সেগুলি থার্মোকল দিয়ে তৈরি হচ্ছে। প্রাচীন ঐতিহ্যময় শোলা শিল্পের ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং এর গৌরব নষ্ট হতে চলেছে। শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মধ্যস্থতাকারী এক শ্রেণী দালাল এই শিল্পের বাজারে নষ্ট করে চলেছে। এরা শিল্পীদের কাছ থেকে শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে নিজেরা অধিক লাভ করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিল্পীরা মার খাচ্ছে। শোলা শিল্পের চাহিদা আছে ব্যাপক কিন্তু কাঁচামালের সমস্যার জন্য অধিক শিল্প দ্রব্য বা অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে শিল্পীরা বেশি পরিমাণে শোলাশিল্প সামগ্রী নির্মাণ করতে পারছেন না।

এই শিল্পের সমস্যা গুলি হল :

১. শোলা শিল্পের মূল সমস্যা হল কাঁচামাল অর্থাৎ শোলার অভাব। শোলার জলা জমিগুলো ভরাট করে মানুষ বাসযোগ্য করে তুলেছে। জলাশয় পরিষ্কার করে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

২. শোলা শিল্পে অপর একটি মূল সমস্যা হল অর্থ বা পুঁজির অভাব। শিল্পীদের অর্থের অভাবে সিজনের সময় বেশি করে শোলা কিনে রাখতে পারে না। বর্তমানে শোলার দাম প্রায় তিনগুণ Watch গিয়েছে। বেশিরভাগ সময় শিল্পীকে মহাজনদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থেকে টাকা ঋণ নিয়ে শোলা বা অন্যান্য কাঁচামাল কিনতে হয়। অনেকক্ষেত্রে অর্থের অভাবে শিল্পীরা বড় ধরনের অর্ডার ধরতে পারে না।

৩. পূর্বের তুলনায় বৃষ্টি কম হওয়ায় জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে।

৪. মহাজন দের কাছে শিল্পীদের বেশি সময় ধরে টাকা বাকি পড়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা 'মঞ্জুষা' সেখানে ও শিল্পীদের টাকা পেতে অনেক সময় লেগে যায়।

৫. বর্তমান প্রজন্মের অনীহা এই শিল্পের প্রতিবন্ধকতার একটি অন্যতম কারণ।

৬. বর্তমানে এই শিল্পের কারিগরের সমস্যা দেখা দিয়েছে। পারিশ্রমিক কম হওয়ায় বিদেশে চলে যাচ্ছে।

৭. শোলার সামগ্রী বেশি করে বেশি দিন ঘরে ফেলে রাখা যায় না। তাহলে শোলার রং ফেড হয়ে যায়। ফলে একসঙ্গে অনেক সামগ্রী তৈরি করে রাখার সমস্যা রয়েছে।

৮. বিভিন্ন প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতি স্থানে শিল্পীকে নিজের খরচে যেতে হয়। যাওয়ার জন্য কোন যাতায়াত খরচ সরকার দেয় না, ফলে শিল্পীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন শিল্পীর অভিযোগ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিল্পী সঠিক গুনমান বিচার করা হয় না। সেখানে স্বজন পোষন করা হয়।

৯. শোলা অত্যন্ত হালকা হওয়ায় বিদেশে পাঠানোর জন্য প্যাকিং করা খুব মুশকিল। শিল্প সামগ্রী প্যাকিং করতে বেশি খরচ পড়ে যায়। বাইরে পাঠানোর জন্য পিভিসি প্লাস্টিক বোর্ড মুম্বাই থেকে এনে প্যাকিং করা হয় এর ফলে শিল্পীদের অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়।

১০. এছাড়া শিল্পীদের সরাসরি সামগ্রী বিক্রি না হওয়া, সমবায় সমিতির অভাব, দালাল চক্র, বিদেশ থেকে আগত শিল্পীরা সকল শিল্পীদের কাছে পৌঁছাতে পারে না, মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হয়, সর্বোপরি থার্মোকল এই শিল্পের স্থান অনেকাংশে দখল করে নিয়েছে।

এই সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্প পুনরায় নিজের গৌরব ফিরে পাবে। এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, 'লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান', পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প, পৃ. ১৬৭

২. ঘোষ, প্রদ্যুৎ কুমার, 'বাংলার লোকশিল্প', পুস্তক বিপনী, কলকাতা ২০০৪, পৃ. ১০৫

৩. হালদার, বিমলেন্দু, 'সুন্দরবনের শোলাশিল্প', বিবর্তন, গতিপ্রকৃতি ও সমস্যা', (সম্পা) মন্ডল, নাজিবুল, ইসলাম, সমকালের জীবন কাঠি, 'সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা', প্রথম খন্ড, একাদশ বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা, ২০১০, পৃ. ৩০২

৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নম্বর ৩ পৃ. ৩১২

৫. উদ্ধৃত : সুর, অতুল, 'বাংলা ও বাঙালি', সাহিত্য লোক, কলকাতা, পৃ. ১৪

Bibliography:

মন্ডল, সুজয় কুমার, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খ শিল্প ও শাখের শিল্পী সমাজ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

বিশ্বাস, বিধান, শোলাশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৮, ঘোষ, প্রদ্যোত, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৪, মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম, (সম্পা) সমকালের ডিয়ন কাঠি, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ২০১০

বিশ্বাস, বিধান, শোলাশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৮

দে, সঞ্জয়, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, 'পশ্চিমবঙ্গের মুৎশিল্প', লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ১৯৯৪

নায়ক, জীবেশ, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

নাথ, প্রমোধ, উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে প্রচলিত ধাঁধা, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 32
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 250 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পোদ্দার, সুস্মিতা, লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১

ভৌমিক, শিবপদ, লোকসংস্কৃতি চর্চা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই, ২০০৬

মাইতি, প্রদ্যোৎকুমার, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পূর্বাত্রি প্রকাশনী, তমলুক, মেদিনীপুর, ২০০১

মন্ডল, কৃষ্ণকালী, দক্ষিণ চবিবশ পরগণার বিস্তৃত অধ্যায়, নব চলন্তিকা, ৭, নবীন কুন্ডু লেন, কলিকাতা, জানুয়ারী-১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, লোকশিল্প কনাম 'উচ্চ' মাগীয় শিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯

মণ্ডল, কাকলী ধারা, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস, সহযাত্রী, কলকাতা, ২০১১

মালাকার, অনন্ত, দুর্গা শোলাশিল্পে, বাংলার লোকশিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ সংখ্যং, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৪০৭

মণ্ডল, সুজয়কুমার, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, পশ্চিমবঙ্গের শব্দশিল্প ও শাখারি শিল্পী সমাজ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী, বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭